প্রথম আলো

তারিখ 12 AUG 2016
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

সিলেটের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নিজ উদ্যোগে গাছের চারা রোপণ করে 'গাছবন্ধু স্যার' হিসেবে পরিচিতি পেয়েছেন তিনি। সিলেট সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজে নিজের লাগানো গাছের পরিচর্যা করছেন সামছুল ইসলাম ● ছবি : আনিস মাহমুদ

পেশা শিক্ষকতা, নেশা বৃক্ষরোপণ

সুমনকুমার দাশ, সিলেট ●

১৯৮৩ সালে উচ্চশিক্ষার জন্য সিলেটে আগমন। পরিচয় হয় এক নার্সারির মালিকের সঙ্গে। তাঁর সঙ্গে আড্ডায় আড্ডায় পড়ে যান বৃক্ষপ্রেমে। সেই থেকে যখনই বাড়ি যেতেন, তখনই বন্ধুর নার্সারি থেকে গাছের চারা কিনে নিয়ে যেতেন। বাড়ি ও গ্রামের খোলা স্থানে রোপণ করতেন সেই চারা। এভাবে বিষয়টি একসময় নেশায় পরিণত হয় তাঁর। পড়াশোনা শেষে পেশা হিসেবে শিক্ষকতা বেছে নিলেও নেশা তাঁর পিছু ছাড়েনি।

চাকরিজীবনে যেখানেই উন্মুক্ত ও অনাবাদি স্থান পেয়েছেন, সেখানেই লাগিয়েছেন চারা। ব্যক্তি উদ্যোগে বনে-বাদাড়ে শিক্ষার্থীদের গাছের নাম শেখাতে ও দেখাতে নিয়ে গেছেন। আবার ছাত্রছাত্রীদের বিয়ে কিংবা কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানে গেলে সচরাচর গাছের চারাই বেছে নেন উপহার হিসেবে। তাঁর এই গাছপ্রীতির কারণেই সবার কাছে 'গাছ বন্ধু স্যার' হিসেবে পরিচিতি পেয়েছেন তিনি।

এই গাছ বন্ধু স্যার হলেন মো. সামছুল ইসলাম (৪৮)। বর্তমানে সিলেট শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক হিসেবে কর্মরত আছেন তিনি।

ছাত্রজীবনে বৃক্ষের প্রেমে পড়লেও ১৯৯৬ সালে শিক্ষকতা জীবনে ঢোকার পর তাঁর সেই প্রীতি আরও বেড়ে যায়। বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উন্মুক্ত চত্বরে বৃক্ষরোপণ তাঁর নেশা হয়ে দাঁড়ায়। সিলেট সরকারি আলিয়া মাদ্রাসা, সিলেট সরকারি মহিলা কলেজ, সুনামগঞ্জ সরকারি কলেজ, সিলেট সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, সিলেট এমসি কলেজ ও সিলেট মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ—যেখানে তিনি চাকরি করেছেন, সেখানেই ব্যক্তি উদ্যোগে অসংখ্য গাছের চারা রোপণ করেছেন। পেশাগত কারণে নানা স্থানে ঘুরে বেড়ালেও যেসব স্থানে গাছ লাগিয়েছেন, সেখানে গিয়ে প্রায়ই নীরবে-নিভৃতে গাছগুলোর পরিচর্যা করে আসেন এখনো। এর বাইরে পাখিদের নিরাপদ আবাস গড়ে তোলার জন্য তিনি দীর্ঘদিন ধরে সিলেট শহরের বিভিন্ন গাছে খড়সমেত মাটির হাঁড়ি বেঁধে দিয়ে আসছেন।

> তিনি হলেন মো. সামছুল ইসলাম (৪৮)। বর্তমানে সিলেট শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক হিসেবে কর্মরত আছেন। ছাত্রজীবনে বৃক্ষের প্রেমে পড়লেও ১৯৯৬ সালে শিক্ষকতা জীবনে ঢোকার পর তাঁর সেই প্রীতি আরও বেড়ে যায়

চাকরির সুবাদে ২০০৭ সালে সিলেটের সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজে যোগ দেন সামছুল ইসলাম। সে সময়ের একটি ঘটনার স্মৃতিচারণা করে তিনি বলেন, তখন কলেজটির প্রায় তিন একর আঙিনা অনাবাদি ছিল। গাছ ছিল মাত্র তিনটি। একদিন বন মন্ত্রণালয় থেকে বৃক্ষরোপণের জন্য কলেজে একটি চিঠি আসে। ওই চিঠি পেয়ে কলেজ কর্তৃপক্ষ একজন কৃষি বিশেষজ্ঞকে নিয়ে এসে মাটির উপযোগিতা যাচাই করায়। তবে ওই বিশেষজ্ঞ কলেজের মাটি বৃক্ষরোপণের অনুপযোগী বলে মত দেন।

সামছুল ইসলাম বলেন, বিশেষজ্ঞের মতামত পেয়ে কলেজ কর্তৃপক্ষ বৃক্ষরোপণ না করার সিদ্ধান্ত নিলেও তিনি হাল ছাড়েননি। তিনি প্রথমে মাটির উর্বরতাবর্ধক পাতাপ্রধান কিছু গাছ লাগান। এরপর নানা ধরনের গাছের চারা রোপণ করেন এবং সেগুলো কলেজের দপ্তরিদের সঙ্গে স্বেচ্ছাশ্রমে পরিচর্যা করতে থাকেন। আট বছরের ব্যবধানে সে গাছগুলোই এখন কলেজের সৌন্দর্য ছড়াচ্ছে। কলেজ প্রাঙ্গণে এখন শোভা পাচ্ছে নিম, আম, কাঁঠাল, রেইনট্রি, মেহগনি, জাম, জামরুল, কৃষ্ণচূড়া, শিমুল, পামসহ নানা প্রজাতির প্রায় তিন হাজার গাছ। কলেজের ছোট্ট এই বাগানটি পাখির অভয়ারণ্য হিসেবেও কলেজ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে তিনি অনুমোদন করিয়ে নিয়েছেন।

সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজের তখনকার অধ্যক্ষ ছিলেন নিতাই চন্দ্র চন্দ। বর্তমানে তিনি সিলেট এমসি কলেজের অধ্যক্ষ। নিতাই চন্দ্র *প্রথম আলোকে* বলেন, 'কলেজ কর্তৃপক্ষ কেবল গাছের চারাগুলো রোপণের টাকা সরবরাহ করেছিল। কিন্তু সামছুল ইসলাম নিজের যত্ন-আত্তির মাধ্যমে সেসব চারা বড় করে তুলেছেন। এমনকি নিজের টাকায়ও অনেক গাছ তিনি কলেজে রোপণ করেছেন। তাঁর এই বৃক্ষপ্রেমের বিষয়টি শিক্ষকদের কাছে অনুপ্রেরণা ও আদর্শ হিসেবে বিবেচিত হওয়া উচিত।' সামছুল ইসলাম বলেন, 'কোনো কিছু পাওয়ার জন্য নয়; বরং সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকেই শিক্ষকতার পাশাপাশি বৃক্ষরোপণ করে আসছি। রাস্তায়, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের আঙিনায় কিংবা নিজের গ্রামের বাড়িতে যেখানেই ফাঁকা জায়গা পেয়েছি, সেখানেই গাছ লাগানোর চেষ্টা করেছি। ভবিষ্যতে বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যা ফাউন্ডেশন নামে একটি সংগঠন করার চিন্তা আছে, এই সংগঠনের মাধ্যমে সবাইকে পরিবেশ সচেতন করতে চাই।'

সামছুল ইসলামের গ্রামের বাড়ি সুনামগঞ্জের দোয়ারাবাজার উপজেলার নোয়াগাঁও। তাঁর স্ত্রী সালমা বেগম সিলেটের মঈনউদ্দিন আদর্শ মহিলা ডিগ্রি কলেজের অধ্যাপক। একমাত্র ছেলে জুবায়ের মুহাইমিন সাব্বির সিলেটের স্কলার্সহোমে নবম শ্রেণিতে পড়ছে।